

৯. মনোযোগের নির্ধারকগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

□ বস্তুগত নির্ধারক - (ক) তীব্রতা, (খ) আকার, (গ) গতিশীলতা, (ঘ) পুনরাবৃত্তি, (ঙ) নতুনত্ব, (চ) বৈসাদৃশ্য, (ছ) পরিবর্তনশীলতা, (জ) স্থায়িত্ব, (ঝ) গোপনতা, (ঞ) অবস্থান, (ট) সুসঙ্গত বস্তু, (ঠ) বিচ্ছিন্নতা, (ড) স্পষ্টতা □ ব্যক্তিগত নির্ধারক- (ক) অনুরাগ, (খ) আবেগ, (গ) অভ্যাস, (ঘ) মেজাজ, (ঙ) কামনা, (চ) প্রবৃত্তি, (ছ) অভিজ্ঞতা, (জ) সেন্টিমেন্ট

**উত্তর** মনোযোগ হল একটি নির্বাচনধর্মী প্রক্রিয়া। বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় এই প্রক্রিয়াকে যেসব নির্ধারকগুলি সাহায্য করে তাকেই মনোযোগের নির্ধারক বলা হয়। মনোযোগের নির্ধারককে আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

(১) বস্তুগত নির্ধারক

এবং (২) ব্যক্তিগত নির্ধারক।

(১) বস্তুগত নির্ধারক: কোন কিছুতে মনোযোগ দেওয়ার সময় যদি বস্তুর বৈশিষ্ট্যগত কারণ থাকে তাহলে তাকে বস্তুগত নির্ধারক বলা হয়। বস্তুগত নির্ধারকগুলি হল—

(ক) তীব্রতা : বিষয়বস্তুর তীব্রতা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণে সাহায্য করে। যেমন— তীব্র আলো, প্রচণ্ড শব্দ, তীব্র গন্ধ প্রভৃতি সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(খ) আকার : ছোট আকারের উদ্দীপকের তুলনায় বড় আকারের উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন— রাস্তা দিয়ে পিঁপড়ে চলে গেলে আমরা মনোযোগী হই না কিন্তু হাতি চলে গেলে আমরা মনোযোগী হই।

(গ) গতিশীলতা : স্থির বস্তুর তুলনায় গতিশীল বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন— গাছে পাখি বসে থাকলে আমরা দেখতে পাই না কিন্তু পাখিটি উড়ে গেলে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এছাড়া চলমান বিজ্ঞাপনের আলো আমাদের আকর্ষিত করে।

(ঘ) পুনরাবৃত্তি : বস্তুর পুনরাবৃত্তি মানুষকে সেই বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে। যেমন— টিভিতে কোন বিজ্ঞাপন বারবার দেখলে তবেই বিজ্ঞাপনটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

(ঙ) নতুনত্ব : নতুনের প্রতি আমরা চিরকালই আকর্ষিত হই। যেমন— নতুন বই, নতুন জামা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(চ) বৈসাদৃশ্য : অনেকগুলি বিষয়বস্তুর মধ্যে যেটি আলাদা তা আমাদের মনোযোগী করে। যেমন— খুব লম্বা লোকের পাশে যদি খুব বেঁটে লোক থাকে তাহলে আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়।

(ঙ) পরিবর্তনশীলতা : উদ্দীপকের পরিবর্তনশীলতা মনোযোগের একটি কারণ। গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলে তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(জ) স্থায়িত্ব : কোন কিছু অনেকক্ষণ ধরে চললে তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন— কোন শিশু যদি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে তাহলে আমরা শিশুটির প্রতি মনোযোগী হই।

(ঝ) গোপনতা : গোপন বিষয়ের প্রতি ব্যক্তির মনোযোগ দাবিত হয়। গোপন খবর আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে তা জানবার জন্য।

(ঞ) অবস্থান : উদ্দীপকের অবস্থানের ওপর আমাদের মনোযোগ অনেক সময় নির্ভর করে। যেমন— খবর কাগজের নিচের অংশের তুলনায় উপরের অংশে আমাদের চোখ যায় আগে।

(ট) সুসামঞ্জস্য রূপ : উদ্দীপকের সুসামঞ্জস্যতার কারণে আমরা মনোযোগী হই। যেমন— বেসুরো গানের তুলনায় সুরেলা গান আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(ঠ) বিচ্ছিন্নতা : একাধিক উদ্দীপক একই সঙ্গে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছে। ঐ উদ্দীপকগুলির মধ্য থেকে যদি একটি উদ্দীপক সরে যায় তাহলে আমাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। যেমন— চারজন বন্ধু গল্প করছে হঠাৎ একজন বন্ধু চলে গেলে মনোযোগ আকর্ষিত হয়।

(ড) স্পষ্টতা : অস্পষ্ট বস্তুর তুলনায় স্পষ্ট বস্তু আমাদের সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখার সময় পরিষ্কার হাতের লেখা পরীক্ষকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(২) ব্যক্তিগত নির্ধারক : ব্যক্তিগত কারণবসত আমরা যখন কোন বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী হই তখন তাকে মনোযোগের ব্যক্তিগত নির্ধারক বলে। ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলি হল—

(ক) অনুরাগ : অনুরাগ বা আগ্রহের ওপর অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনোযোগ নির্ভর করে। যেমন— যে খেলা ভালোবাসে, খবরের কাগজ হাতে পেলেই সে প্রথমে খেলার খবর দেখে। তাই ম্যাকডুগাল বলেছেন— “Interest is latent attention, attention is interest in action.”

(খ) আবেগ : ব্যক্তি অনেক সময় আবেগের বশবর্তী হয়ে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয়। যেমন— ভয় পেলে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতি মনোযোগী হই।

(গ) অভ্যাস : ব্যক্তির যে বিষয়ে অভ্যাস থাকে তার প্রতি মনোযোগী হয়। যেমন— সকালবেলা যার পড়তে বসার অভ্যাস আছে তার সকালে উঠে পড়তে বসার প্রতি মনোযোগ যায়।

(ঘ) মেজাজ : মেজাজ ভালো বা খারাপ থাকার উপর মানুষের মনোযোগ অনেক সময় নির্ভর করে।

(ঙ) কামনা : বিষয়বস্তুর প্রতি কামনা-বাসনাও মানুষকে মনোযোগী করে তোলে। যেমন— অর্থের প্রতি কামনা থেকে সে অর্থের প্রতি মনোযোগী হয়।

(চ) প্রবৃত্তি : প্রবৃত্তি মানুষকে বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী করে। শিশুর প্রবৃত্তি হলে মানুষ অনেক বিষয়ের মধ্যে খাদ্যকেই বেছে নেয়। এছাড়া শিশু ক্ষীণ ক্রন্দনও মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(ছ) অভিজ্ঞতা : পূর্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই। যেমন— কোন ভালো জায়গাতে বেড়াতে গেলে বারবার সেই স্থানেই যেতে মানুষ মনোযোগ দেয়।

(জ) সেন্টিমেন্ট : সেন্টিমেন্ট মানুষের মনোযোগ আকর্ষণে সাহায্য করে। যেমন— দুঃখ, দুর্দশার প্রতি সেন্টিমেন্টের দ্বারা মানুষ নিপীড়িত মানুষের প্রতি মনোযোগী হয়।

সুতরাং মনোযোগের বস্তুগত ও ব্যক্তিগত নির্ধারকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মানুষের কোন বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগী হওয়ার পেছনে ব্যক্তিগত নির্ধারকের প্রভাব বেশি পরিমাণে থাকে। তবে বিষয়বস্তু নির্ধারণের পেছনে বস্তুগত নির্ধারকগুলিকেও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিগত ও বস্তুগত নির্ধারকের সম্মিলিত রূপই আমাদের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার প্রতি মনোযোগী হতে সহায়তা করে।

## ১০. শিখন ও পরিণমনের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

**উত্তর**— শিখন ও পরিণমন উভয়ই ব্যক্তিজীবনের বিকাশে সাহায্য করলেও এমনকি উভয়ে পরস্পর নির্ভরশীল হলেও, এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতিগত ও মূলগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। আর এই পার্থক্যগুলি সম্বন্ধে না জানলে আমাদের জানার ক্ষেত্রটিও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই এই পার্থক্যগুলি হল নিম্নোক্ত—

(ক) পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের সাথে মিথস্ক্রিয়া বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাণীর অর্জিত, অভিজ্ঞতালব্ধ আচরণের পরিবর্তন হল শিখন।

অন্যদিকে পরিণমন হল প্রাণীর আভ্যন্তরীণ, স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া।

(খ) শিখন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিশুর অভ্যাস, অনুশীলন ও সক্রিয় উদ্যমের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু পরিণমনের ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

(গ) শিখন প্রক্রিয়া শিশুর সচেতনতার ওপর নির্ভরশীল। এজন্য শুধুমাত্র বই পড়ে গেলে বা মনরুমে বসে থাকলেই শেখা হয় না। তার জন্য সচেতনতা প্রয়োজন।

অন্যদিকে পরিণমনের জন্য শিশুর সচেতনতার প্রয়োজন হয় না।

(ঘ) শিখন প্রক্রিয়া শিশু বা শিক্ষার্থীর চাহিদার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।